JUN 07 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সম্পাদকীয়

ঢাকা শুক্রবার ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯
৭ জুন ২০০২

শিশুপাঠ্য বইয়ের তালিকা নিয়ে প্রশ্ন

প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত সম্পূরক বই কেনার জন্য যে তালিকা করা হয়েছে তার যৌক্তিকতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

একটি বাংলা দৈনিকের রিপোর্টে বৃহস্পতিবার বলা হয়েছে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ সহায়তা হিসেবে প্রাপ্ত ৯ কোটি টাকা দিয়ে ২৩৬টি বই কেনার জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ তালিকায় এমন বই আছে যা বানান ও বাক্যের ভুলে ভরা এবং বিষয়বস্তু আদৌ ৬ থেকে ১০ বছরের ছেলেমেয়েদের উপযোগী নয়।

এ তালিকায় স্থান পাওয়া বইয়ের মধ্যে আছে নর-নারীর প্রেম ও যৌনতার বর্ণনাবহুল গল্পের বই, রাজনৈতিক ছড়া বা বিশেষ রাজনৈতিক মতের অনুগামী নিবন্ধ, হাঁস-মুরগি পালন, চিংড়ি চাষ ইত্যাদি বিষয়ের বই। বেশির ভাগ বইয়ের প্রকাশক কোনো স্বীকৃত প্রকাশক নয় বরং তাদের কেউ কেউ নকল বই প্রকাশের জন্য কালো তালিকাভুক্ত।

বলা দরকার যে, এ তালিকায় বাংলা সাহিত্যের কৃতী লেখক ও স্বনামধন্য প্রকাশনা সংস্থার বই যে নেই তা নয়। তবে তালিকাটি দেখলে অজ্ঞাতকুলশীল ও নকল বইয়ের প্রকাশক প্রতিষ্ঠানগুলোর বই কেনার ব্যাপারে পক্ষপাত বোঝা যায় স্পষ্টভাবেই। যেমন একটি ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনীর কাছ থেকে মাত্র ৮১ হাজার টাকার বই কেনা হলেও ১০-১৫টি অখ্যাত প্রকাশনীর প্রতিটি থেকে গড়ে ২০ লাখ টাকার বই কেনা হচ্ছে। নকল বই প্রকাশের অভিযোগে বাংলা একাডেমীর কালো তালিকাভুক্ত দুটি প্রকাশনীর মোট ৬৭ লাখ টাকার ১৩টি বই কেনা হচ্ছে। এর অর্ধেকই শিশুদের পাঠোপযোগী নয়।

আমাদের মনে হয়, এখানে প্রকাশনী ও বইয়ের তালিকা প্রণয়নে যথাযথ নিয়মনীতি অনুসৃত হয়নি এবং বই নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বিবেচনাবোধের ছাপ নেই। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূরক বই কেনার কর্মসূচিটি একটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু এ উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করে কি মানের বই শিক্ষার্থীরা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে তার ওপর। একে যদি যেন-তেনভাবে বই কিনে টাকা খরচ করে কর্মসূচি সম্পন্ন করার মানসিকতা থেকে দেখা হয়, তাহলে বই ও প্রকাশক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি বা পক্ষপাত ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও তেমনই একটি কিছু হচ্ছে কি না তার যথাযথ অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

যে বইয়ের বাক্য ও বানানে ভুল, বা বিষয়বস্তু প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীর অনুপযোগী, তা কিছুতেই পাঠোপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে না। রাজনৈতিক বিষয়ের বই এ স্তরে একেবারেই পড়তে দেওয়া যাবে না, তা নয়। কিন্তু তা যেন বিতর্কিত বা কোনো বিশেষ মতের অন্ধ অনুগামী না হয়, তা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এ তালিকা যারা প্রণয়ন করেছেন তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং নিজেদের নাম ও বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি সুবিচার করেননি। বিষয়টি যথাযথ অনুসন্ধান ও পুনর্বিবেচনা করা হবে, এটাই আমরা আশা করি।

যে বইয়ের বাক্য ও বানানে ভুল, বা বিষয়বস্তু প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীর অনুপযোগী, তা কিছুতেই পাঠোপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে না। রাজনৈতিক বিষয়ের বই এ স্তরে একেবারেই পড়তে দেওয়া যাবে না, তা নয়। কিন্তু তা যেন বিতর্কিত বা কোনো বিশেষ মতের অন্ধ অনুগামী না হয়, তা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এ তালিকা যারা প্রণয়ন করেছেন তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং নিজেদের নাম ও বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি সুবিচার করেননি। বিষয়টি যথাযথ অনুসন্ধান ও পুনর্বিবেচনা করা হবে, এটাই আমরা আশা করি।